ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (১২নং অংশ)

মসজিদের আদব

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

উপস্থাপনায়: আল মদীনাতুল ইলমীয়া মজলিশ

(এই রিসালাটি শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর মাদানী মুযাকারার আলোকে **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের "ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগের পক্ষ থেকে নতুন তথ্যসূত্রের সংযোজন সহকারে সাজানো হয়েছে।)

প্রথমে এটি পড়ে নিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বয়ান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিহদের মাধ্যমে খুবই অল্প সময়ে মুসলমানদের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন, তাঁর সহচর্য থেকে উপকার লাভ করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে হওয়া **মাদানী মুযাকারায়** বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; আক্বিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলী, শরীয়ত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কীত প্রশ্ন করে থাকে আর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের প্রজ্ঞাময় এবং ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর দিয়ে ধন্য করে থাকেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত চিত্তকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাশে দুনিয়ার মুসলমানদের সুবাশিত করার পবিত্র প্রেরণায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ এই মাদানী মুযাকারা সমূহ প্রয়োজনিয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** নামে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই লিখিত পুষ্পস্থবক পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আক্বিদা ও আমল এবং জাহির ও বাতিনের সংশোধন, **আল্লাহ তায়ালার** ভালবাসা ও ইশকে রাসূলের অশেষ দৌলতের পাশাপাশি আরো ইলমে দ্বীন শিখার প্রেরণা জাগ্রত হবে।

এই রিসালায় যা সুন্দর্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালার** ও **তাঁর মাহবুবে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দয়া এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মমতা ও একনিষ্ট দোয়ার প্রতিফল আর অপূর্ণতা থাকলে তা আমাদের অমনোযোগীতা ও অলসতারই কারণে।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

৮ জমাদিউল আখির ১৪৩৬ হিঃ/২৯ মার্চ ২০১৫ ইং

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

শয়তান লাখো অলসতা প্রদান করুক, তবুও এই রিসালাটি পরিপূর্ণ পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের অমূল্য দৌলতের অধিকারী হবেন।

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করে আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি একশত রহমত অবতীর্ণ করে এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক (কপটতা) এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১. মু'জামু আওসাত, মান ইসমুহু মুহাম্মদ, ৫/২৫২. হাদীস নং-৭২৩৫।

মসজিদের ময়লা কোথায় ফেলবে?

প্রশ্ন: মসজিদের ময়লা কোথায় ফেলবে?

উত্তর: মসজিদের ময়লা বা মসজিদের চাটাইয়ের ভাঙ্গা অংশ ইত্যাদি এমন স্থানে ফেলা নিষেধ, যেখানে বেআদবী হওয়ার আশংখা রয়েছে, যেমনটি হযরত আল্লামা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী হাসকফী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: মসজিদের খড় খুটো ঝাড়ু দিয়ে এমন স্থানে ফেলবে না, যেখানে এর সম্মানে পার্থক্য হয়।[১] অনুরূপভাবে মসজিদের কোন জিনিষ পুরাতন হয়ে গেলে তবে তা কিনে নিয়েও বেআদবী হয় এরূপ স্থানে লাগাবেন না, যেমনটি আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, মসজিদের কোন জিনিষ নষ্ট হয়ে গেলে, তা বিক্রি করে এর মূল্য মসজিদে দিল, অতঃপর অপর ব্যক্তি মূল্য পরিশোধ করে মসজিদের সেই বস্তু নিজের বাড়িতে রাখে তবে কি তা তার জন্য জায়িয নাকি নাজায়িয? তখন আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উত্তরে বলেন: জায়িয, কিন্তু তা বেআদবী হয় এরূপ স্থানে রাখবে না।[২]

মসজিদের অন্যান্য ধ্বংসস্তুপের বিধান

প্রশ্ন: মসজিদের নবনির্মাণের কারণে পূর্ববর্তী নির্মাণের ধ্বংসস্তুপ যদি রয়ে যায়, তবে এই ধ্বংসস্তুপ সম্পর্কে বিধান কি?

উত্তর: মসজিদের পূববর্তী নির্মাণের রয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তুপের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আক্বা আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: মসজিদের ধ্বংসস্তুপ যা বিক্রি করা যাবে, যদি তা অপর কোন মসজিদের কাজে আসে এবং রেখে দেয়াতে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে না পরে তবে নিরাপত্তার সহিত রেখে দিবে, অন্যথায় বিক্রি করে দিবে এবং বিক্রিত মূল্য

---

১. দুররে মুখতার, কিতাবুত তাহারাত, ১/৩৫৫। ২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/২৮১।

মসজিদেরই নির্মাণেই লাগান, বদনা, বস্তা, তেল, বাতি ইত্যাদিতে ব্যয় করা যাবে না। এসব কাজ মোতওয়াল্লি এবং বিশ্বস্ত মহল্লাবাসীর তত্ত্বাবধানেই হবে। তা কোন আদব সম্পন্ন মুসলমানের হাতে বিক্রি করবে কেননা সে যেনো এসব কোন অহেতুক বা নাপাক স্থানে না লাগায়। কাঠ জ্বালানো ছাড়া আর কোন কাজে না লাগলে তবে মসজিদের ব্যবহারের জন্যই রাখুন এবং যদি বিক্রি করা হয় তবে ক্রেতাও তা জ্বালাতে পারবে কিন্তু গোবরের জ্বালানির সঙ্গে মিলানো থেকে বিরত থাকুন।[১]

অপর এক স্থানে বলেন: ইসলামী শাসক এবং যেখানে তা নেই তবে মসজিদের মোতাওয়াল্লি ও মহল্লাবাসীর জন্য জায়িয যে, সেই খড়খুঁটো যা এখন মসজিদের প্রয়োজন নেই, তা কোন মুসলমানের নিকট উপযুক্ত দামে বিক্রি করে দেয়া এবং মুসলমান ক্রেতা তা নিজের বাড়িতে, বৈঠকখানায় বা বাবুর্চিখানায় বা এমন কোন স্থানে অসম্মানী না হয়, দিতে পারবে। পায়খানা ইত্যাদি অসম্মানিত স্থানে লাগানো উচিৎ নয়, কেননা ওলামারা মসজিদের ঐ খড়খুঁটোকেও সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন, যা মসজিদ ঝাড়ু দিয়ে ফেলা হয়।[২]

মসজিদে ভিক্ষা করা কেমন?

প্রশ্ন: মসজিদে অনেকে দাঁড়িয়ে নিজের অসহায়ত্ব এবং অসুস্থতা ইত্যাদি বর্ণনা করে সাহায্যের আবেদন করে যদি সে আসলেই হকদার হয়, তবেকি তাকে কিছু দেয়া যাবে নাকি যাবে না?

উত্তর: মসজিদে নিজের জন্য সাহায্য চাওয়া নিষেধ এবং এরূপ ভিক্ষুককে দেয়াও জায়িয নয়, যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: মসজিদে ভিক্ষা করা হারাম এবং এরূপ ভিক্ষুককে দেয়াও নিষেধ।[৩]

---

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৪২৭। ২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/২৫৮। ৩. বাহারে শরীয়ত, ১/৬৪৭, ৩য় অংশ।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: আয়িম্মায়ে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বলেন: যে মসজিদের ভিক্ষুককে এক পয়সা দিবে, সে যেনো সত্তর পয়সা **আল্লাহ তায়ালার** পথে আরো দেয়, যেনো সেই পয়সার গুনাহের কাফফারা হয়।[1] এর সমাধান এরূপ যে, যদি আসলেই অভাবী হয়, তবে স্বয়ং মসজিদে ভিক্ষা করার পরিবর্তে ইমাম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে নিজের অভাবের কথা বলবে, এবার ইমাম সাহেব তাকে সাহায্য করার জন্য নামাযীদের নিকট আবদেন করবে, তবে এতে কোন সমস্যা নাই।

মসজিদ বা মাদরাসার জন্য চাঁদা তোলা

প্রশ্ন: মসজিদের কি মসজিদ, মাদরাসা বা কোন অভাবী মুসলমানের জন্যও চাঁদা তোলা যাবে না?

উত্তর: মসজিদে নিজের জন্য সাহায্য চাওয়া নিষেধ, অন্য কোন অভাবী মুসলমান বা দ্বীনি কাজ যেমন; মসজিদ বা মাদরাসার জন্য সাহায্য চাওয়াতে নিষেধাজ্ঞা নেই, যেমনটি **ফতোয়ায়ে রযবীয়ার** ১৬তম খন্ডের ৪১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মসজিদের নিজের জন্য ভিক্ষা করা জায়িয নেই এবং তাকে দেয়াও ওলামারা নিষেধ করেছেন, এমনকি ইমাম ইসমাইল যাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: যে মসজিদের ভিক্ষুককে এক পয়সা দেয়, তার উচিৎ সত্তর পয়সা **আল্লাহ তায়ালার** নামে আরো দেয়া, যেনো এই পয়সার কাফফারা হয় এবং (মসজিদে) অন্য কারো জন্য সাহায্য চাওয়া বা মসজিদ এমনকি দ্বীনের অন্য কোন প্রয়োজনে চাঁদা তোলা জায়িয এবং সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত।[2]

আহকামে শরীয়তে রয়েছে: অভাবীর জন্য সাহায্য চাওয়া বা দ্বীনের কোন কাজের জন্য চাঁদা তোলা যাতে শোরগোল না হয়, গর্দান টপকাতেও না হয়, অন্য কোন নামাযীর প্রতিবন্ধকতা না হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে জায়িয

১. আহকামে শরীয়ত, ৯৯ পৃষ্ঠা। ২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৪১৮।

বরং সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত এবং না চাইতেই কোন অভাবীকে দেয়া খুবই ভাল এবং মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে তা প্রমাণিত।[১] জানা গেলা যে, মসজিদে, মসজিদ বা মাদরাসা অথবা কোন অভাবী মুসলমানের জন্য চাঁদা করা জায়িয। সাধারণত মসজিদ সমূহে জুমা মুবারকের দিন মসজিদের জন্য চাঁদা করা হয়, এতে কিছু না কিছু দেয়া উচিৎ, কেননা "জুমার দিন সকল দিনের চেয়ে উত্তম, এতে এক নেকীর সাওয়াব সত্তর গুণ বেশি।"[২]

মসজিদের মধ্য দিয়ে চলার বিধান

প্রশ্ন: মসজিদকে রাস্তা বানানো কেমন?

উত্তর: মসজিদকে রাস্তা বানানো অর্থাৎ এর কোন অংশ দিয়ে চলাচল করা জায়িয নেই।

ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বিনা কারণে এরূপ করাকে নাজায়িয বলেছেন।[৩] সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মসজিদকে রাস্তা বানানো অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে চলাচল করা নাজায়িয, যদি এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে ফাসিক, যদি কেউ এই নিয়্যতে মসজিদে গেলো, মধ্যখানে পৌঁছে অনুতপ্ত হলো, তখন যেই দরজা দিয়ে সে বের হতে চেয়েছিলো তা ছাড়া অন্য দরজা দিয়ে বের হলো বা নামায পড়লো অতঃপর বের হলো এবং অযু না থাকলে তবে যেদিক দিয়ে এসেছিলো সেদিকেই ফিরে যাবে।[৪]

তবে হ্যাঁ! যদি কোন অপারগতা হয়, যেমন রাস্তা বন্ধ এবং মসজিদের রাস্তা ছাড়া অন্য দিক দিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই তবে প্রয়োজনে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেমনটি খোলাসাতুল ফতোয়ায় রয়েছে: এক ব্যক্তি মসজিদ দিয়ে চলাচল করে এবং একে রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে, যদি

১. আহকামে শরীয়ত, ৯৯ পৃষ্ঠা। ২. মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩২৩। ৩. গমযুল উয়ুনিল বাসায়িরি, ৩/১৮৭। ৪. বাহারে শরীয়ত, ১/৬৪৫, ৩য় অংশ।

অপরগতা হয় তবে তো জায়িয, বিনা কারণে হলে তবে নাজায়িয, অতঃপর যদি তার চলাচল করা জায়িয হয় তবে প্রতিদিন একবার এতে নামায পড়বে, এমন নয় যে, প্রতিবারই চলাচল করার সময়, কারণ এতে সমস্যা রয়েছে।[১]

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: প্রয়োজনে মসজিদের এক দিকে ঢুকে অন্য দিকে বের হওয়া জায়িয, আর (সাধারণ অবস্থায়) মসজিদের অন্য দিক দিয়ে বের হওয়ার জন্য চলাচল করা হারাম কিন্তু প্রয়োজন বশত যে, রাস্তা বন্ধ এবং মসজিদ দিয়েই যেতে হবে, যেমনটি হজ্বের সময় মসজিদুল হারাম শরীফে হয়ে থাকে, এর অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাও জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) বা ঋতুবর্তি মহিলারা নয়, তাছাড়া ঘোড়া ও গরুর গাড়ি যেতে পারবে না, (মসজিদ থেকে) বের হয়ে যাওয়ার জন্যও যাওয়া, নিয়ে যাওয়া কখনোই জায়িয নয়।[২]

মসজিদকে সড়ক বানানো কেমন?

প্রশ্ন: সম্পূর্ণ মসজিদ বা এর কোন একটি অংশকে শহীদ করে মানুষের জন্য সড়ক (Road) বানানো কেমন?

উত্তর: সম্পূর্ণ মসজিদ বা এর কোন একটি অংশকে শহীদ করে এতে সড়ক (Road) বানানো অকাট্যে হারাম, এতে মসজিদের অবমাননা এবং এতে বিরান করা আবশ্যক হয়ে যায়, সুতরাং এটি কঠোর ভাবে হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

যেমনটি প্রথম পারার সূরা বাকারার ১১৪ নং আয়াতে **খোদায়ে রহমান** ইরশাদ করেন:

১. খোলাসাতুল ফতোয়া, কিতাবুস সালাত, ১/২২৯। ২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৩৫২।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ (পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ মসজিদগুলোতে বাধা দেয় সেগুলোতে আল্লাহর নামের চর্চা হওয়া থেকে এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়?

এই আয়াতে মুবারকার আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেনঃ মসজিদের ধ্বংস সাধন যেমন নামায ও যিকরে বাধা প্রদানের মধ্যে প্রকাশ পায় তেমনি মসজিদ ভবনের ক্ষতি সাধন এবং এর অবমাননা করার মাঝেও প্রকাশ পায়।

ফুকহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেনঃ যদি মানুষেরা ইচ্ছা করলো যে মসজিদের কোন অংশ মুসলমানের জন্য চলাচলের রাস্তা বানিয়ে দিবে, তবে বলা হয়েছে যে, তাদের এরূপ করার অধিকার নেই এবং নিঃসন্দেহে এটিই সঠিক।(১) এমনই প্রশ্নের উত্তরে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেনঃ নিশ্চয় এরূপ করা অকাট্য হারাম এবং অবশ্যই মসজিদের হকের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করা আর ওয়াকফের মসজিদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা, পবিত্র শরীয়তে বিনা শর্তে ওয়াকফ যে, সেই ওয়াকফ কল্যাণের জন্য হওয়া, ওয়াকফের ধরন পরিবর্তন করাও নাজায়িয, যদিওবা মূল উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তবে একেবারে ওয়াকফের উদ্দেশ্য বাতিল করে অন্য কাজের জন্য দেয়া কিভাবে হলাল হতে পারে।(২)

ছোট অবুজ শিশুদের মসজিদে আনা

প্রশ্নঃ ছোট ছোট শিশু, যারা মসজিদে দৌড়াদৌড়ি করে এবং শোরগোল করে বেড়ায়, তাদের অপরাধ কাদের উপর বর্তাবে?

---

১. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ২/৪৫৭। ২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৩৫১।

উত্তর: ছোট শিশু এবং পাগলকে মসজিদের আনার ব্যাপারে হাদীসে পাকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মসজিদ সমূহকে শিশু, পাগল, ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়, আওয়াজ উচ্চ করা, শাস্তি দেয়া এবং তলোয়ার বের করা থেকে বিরত রাখো। এর দরজা সমূহকে পবিত্র বানাও এবং জুমার দিন মসজিদকে ধোঁয়া দাও।[১] সাধারণত দেখা যায় যে, যখন ছোট শিশুরা মসজিদে একত্র হয় তখন নিজেদের মধ্যে দুষ্টামি শুরু করে দেয়, নামাযীদের সামনে দিয়ে চলে যায় এবং অনেক শোরগোল করে থাকে, তাছাড়া নামাযের সময় অনেকে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়, যার ফলে নামাযে খুবই ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় আর মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং কখনো কখনো তো মসজিদে প্রশ্রাব পায়খানাও করে দেয়, তাই এসকল বিষয়ের শাস্তি শিশুদের মসজিদে আনয়নকারীর উপরই বর্তায়, যদি সেই আনয়নকারী প্রাপ্তবয়স্ক হয়। সুতরাং ছোট শিশুদের মসজিদে কখনোই আনবেন না।

মনে রাখবেন! এমন শিশু যারা অপবিত্র (অর্থাৎ প্রশ্রাব ইত্যাদি করে দেয়ার) ভয় রয়েছে এবং পাগলকে মসজিদের ভিতর যাওয়া হারাম এবং যদি অপবিত্র করে দেয়ার ভয় না থাকে তবে মাকরূহ।[২] অনুরূপভাবে শিশু বা পাগল অথবা বেহুঁশ কিংবা জ্বিনে ধরা এসকলকে দম করানোর জন্য মসজিদে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে অনুমতি নেই। যদি কেউ পূর্বে এই ভূল করে থাকেন তবে তাদের উচিৎ যে, দ্রুত তাওবা করে ভবিষ্যতে না আনার সংকল্প করে নেয়া। তবে হ্যাঁ ফিনায়ে মসজিদ যেমন; ইমাম সাহেবের হুজরায় (রুম) তাদের দম করানোর জন্য নেয়াতে সমস্যা নেই, যদি মসজিদের ভেতর দিয়ে যেতে না হয়।

১. ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদে ওয়াল জামাআত, ১/৪১৫, হাদীস নং-৭৫০।
২. দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ২/৫১৮।

ঘুমানোর সময় পাগড়ী বা জায়নামাযকে বালিশ বানানো

প্রশ্ন: ঘুমানোর সময় কি পাগড়ী বা জায়নামাযকে বালিশ বানানো যাবে?

উত্তর: ঘুমানোর সময় পাগড়ী এবং জায়নামাযকে বালিশ বানানো যাবে না, কেননা এটা আদবের পরিপন্থি, যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: পাজামাকে বালিশ বানাবেন না, কেননা তা আদবের পরিপন্থি এবং পাগড়ীকেও বালিশ বানাবেন না।[১] হায়াতে আলা হযরতে রয়েছে: মাথার নিচে পাগড়ী বা জায়নামায অথবা পায়জামা রাখা নিষেধ, কেননা পাগড়ী ও জায়নামায রাখাতে পাগড়ী ও জায়নামাযের এবং পায়জামা রাখাতে মাথার অবমাননা হয়, তাছাড়া পাগড়ীর শিমলা দ্বারা নাক বা মুখ মোছাও উচিৎ নয়।[২]

মঞ্চের পরিবর্তে সিড়িতে বসার কারণ

প্রশ্ন: (রবিউল আউয়াল ১৪১৮ হিঃ এর ১২ তারিখ রাত প্রায় ১২টায় ইজতিমায়ে মিলাদের বয়ান করার জন্য যখন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه তাশরীফ আসেন তখন তিলাওয়াত শুরু হয়ে গিয়েছিলো, সুতরাং তিনি دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه মঞ্চে উপবিষ্ট হওয়ার পরিবর্তে উপস্থিত জনতার দৃষ্টির আড়ালে মঞ্চের সিড়িতে বসে তিলাওয়াত শ্রবণে লিপ্ত হয়ে গেলেন। তিলাওয়াত শেষ হওয়ার পর যখন তিনি دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه মঞ্চে তাশরীফ নিয়ে এলেন তখন তাঁর খেদমতে আরয করা হলো:) হুযুর এটা বলুন যে, ইজতিমায়ে মিলাদে আপনি সরাসরি মঞ্চে তাশরীফ আনার পরিবর্তে সিড়িতে বসে গেছেন, এর কারণ কি?

১. বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৬০, ১৬তম অংশ। ২. হায়াতে আলা হযরত, ৩য় অংশ, ৯০ পৃষ্ঠা।

উত্তর: যেই সময় কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা মনযোগ সহকারে শুনা এবং চুপ থাকা ওয়াজিব, যেমনটি কোরআনে করীমের ৯ম পারার সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াতে **খোদায়ে রহমান** ইরশাদ করেন:

وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۲۰۴﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ২০৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন ক্বোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে সেটা শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো, যাতে তোমাদের উপর দয়া হয়।

এই আয়াতে মুবারকার আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখনই কোরআনে করীম পাঠ করা হয়, নামাযে হোক বা নামাযের বাইরে, তখন শুনা এবং নিশ্চুপ থাকা ওয়াজিব।"

ফোকহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: যখন উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করা হয় তখন উপস্থিত সকলের উপর শুনা ফরয, যদি সেই জমায়েত শুনার জন্য উপস্থিত হয়, অন্যথায় একজনের শুনাই যথেষ্ট, যদিওবা অন্যরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে।(১) আমি যেহেতু ইজতিমায়ে মিলাদে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য উপস্থিত হয়েছি এবং আমার সাথে আগত ও ইজতিমায়ে মিলাদের সমবেত ইসলামী ভাইয়েরাও এই নিয়্যতে উপস্থিত হয়েছে তাই আমাদের সকলের উপর কোরআনের তিলাওয়াত শ্রবণ করা ওয়াজিব। তিলাওয়াতের মধ্যখানে যদি আমি মঞ্চে এসে যেতাম তবে সম্ভাবনা ছিলো যে, লোকেরা দাঁড়িয়ে যেতো এবং কোন শ্লোগান দিতে শুরু করতো, আমি চাইনি যে, আমার কারণে কোন ইসলামী ভাই কোরআনের তিলাওয়াত না শুনার গুনাহে পরে যাক, তাই আমি মঞ্চের উপরে আসার পরিবর্তে সিড়িতেই বসে গেছি।

১. গুনিয়াতুল মুতামাল্লি, কিরাতু খারিজিস সালাত, ৪৯৭ পৃষ্ঠা।

উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করাতে নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্ন: উচ্চ আওয়াজে কোরআনে মজীদের তিলাওয়াত করা কখন নিষেধ?

উত্তর: কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং শুনা নিঃসন্দেহে অনেক বড় প্রতিদান ও সাওয়াবের কাজ, কোরআনের তিলাওয়াতকারীকে প্রতিটি হরফের বিনিময়ে একটি করে নেকী দান করা হয়, যা দশটি নেকীর সমান হয়ে থাকে, কিন্তু এমন কিছু অবস্থা রয়েছে, যাতে উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করাতে ফোকহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন: "সমবেতভাবে সবাই উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা এটা হারাম, প্রায় মৃত ব্যক্তির তৃতীয় দিবসে সবাই উচ্চ আওয়াজে পাঠ করে থাকে, এটা হারাম, যদি কয়েকজন পাঠকারী হয় তবে বিধান হলো যে, নিম্নস্বরে পাঠ করবে।"(১)

যেখানে কোন ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জন করছে বা শিক্ষার্থীরা ইলমে দ্বীনের পর্যালোচনা করছে অথবা অধ্যয়ন করতে দেখে সেখানেও উচ্চ আওয়াজে কোরআনে পাক পাঠ করা নিষেধ। অনুরূপভাবে বাজারে এবং যেখানে লোকেরা কাজকর্মে লিপ্ত সেখানে উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা নাজায়িয, লোকেরা যদি না শুনে তবে গুনাহ পাঠকারীর উপরই বর্তাবে। যদি কাজকর্ম শুরু করার পূর্বেই সে পাঠ করা শুরু করে দেয় এবং যদি সেই স্থান কাজকর্ম করার জন্য নির্দিষ্ট না হয় তবে যদি পূর্বেই পাঠ করা শুরু করে আর লোকেরা না শুরে তবে লোকদের গুনাহ হবে এবং যদি কাজকর্ম শুরু করার পর পাঠ করা শুরু করে তবে তার উপরই গুনাহ বর্তাবে।(২)

কোরআনে পাক পাঠ করে ভূলে যাওয়ার গুনাহ

প্রশ্ন: অনেকে কোরআনে পাক হিফয করে ভূলে যায়, তাদের সম্পর্কে বিধান কি?

---

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫২, ৩য় অংশ। ২. গুনিয়াতুল মুতামাল্লি, কিরাতু খারিজিস সালাত, ৪৯৭ পৃষ্ঠা।

উত্তর: কোরআন মজীদ হিফয করে ভূলে যাওয়া ব্যক্তি হাদীসে মুবারাকায় বর্ণনাকৃত শাস্তির অধিকারী হবে, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের সাওয়াব আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়, এমনকি সামান্য পরিমানও যে, বান্দা যেমন মসজিদ থেকে বের হয় এবং আমার উম্মতের গুনাহ আমার নিকট উপস্থাপন করা হলো তখন আমি এর চেয়ে বড় গুনাহ দেখি না যে, মানুষের কোরআনের একটি সূরা বা আয়াত মুখস্ত ছিলো এবং পরে তা ভূলে গেলো।(১)

হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ ইবনে ইবাদা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোরআনে পাক পাঠ করে মুখস্ত করলো এবং পরে তা ভূলে গেলো তবে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা** নিকট কুষ্ঠরোগী হয়ে আসবে।(২)

অপর এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছে: "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে যেই গুনাহের পরিপূর্ণ বিনিময় দেয়া হবে তা হলো যে, তাদের মধ্যে কারো কোরআনে পাকের কোন সূরা মুখস্ত ছিলো অতঃপর তা সে ভূলে গেলো।"(৩)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: এর (অর্থাৎ কোরআন মজীদ মুখস্ত করে ভূলে যাওয়া ব্যক্তি) চেয়ে বেশি নির্বোধ কে, যাকে **আল্লাহ তায়ালা** এমন হিম্মত দান করেছেন এবং সে তা নিজের হাতেই হারিয়ে ফেললো। যদি এর গুরুত্ব জানতো এবং যে সাওয়াব ও মর্যাদা এর জন্য ওয়াদা করা হয়েছে তা অবহিত থাকতো তবে তাকে মন ও প্রাণ থেকেও বেশি প্রিয় জানতো। আরো ইরশাদ করেন: যথাসম্ভব তা পাঠ করানো এবং হিফয করানো আর

---

১. তিরমিযী, কিতাবুল ফাযায়িলে কোরআন, অধ্যায় (তা:১৯), ৪/৪২০, হাদীস নং- ২৯২৫।

২. আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, ২/১০৭, হাদীস নং- ১৪৭৪।

৩. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অংশ, ১/৩০৬, হাদীস নং- ২৮৪৩।

স্বয়ং মুখস্ত রাখতে চেষ্টা করো, যাতে সেই সাওয়াব যা এর জন্য ওয়াদা করা হয়েছে তা অর্জিত হয় এবং কিয়ামতের অন্ধ কণ্ঠরোগী হয়ে উঠা থেকে মুক্তি অর্জিত হয়।[১] হাফিযে কিরামদের কঠোর পরিশ্রম এবং সতর্কতার প্রয়োজন হয়। তাদের উচিৎ যে, দিনরাত চেষ্টা করা এবং কোরআনে পাককে মুখস্ত রাখা যাতে সাওয়াবের হকদার হয় আর কিয়ামতের দিন কুষ্ঠরোগী হয়ে উঠা থেকে মুক্তি পায়।

ঋণ আদায়ে বিনা কারণে দেরী করা

প্রশ্ন: ঋণ আদায়ে বিনা কারণে দেরী করা বা ঋণই আত্মসাৎ করে নেয়া কেমন?

উত্তর: ফোকহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام শরীয়তের বিনা অনুমতিতে ঋণ আদায়ে দেরী করাকে অত্যাচার বলে ঘোষিত করেছেন, আর কারো থেকে ঋণ নিয়ে একেবারেই আদায় না করা তো এর চেয়ে আরো বড় ব্যাপার। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসে মুবারাকা পর্যবেক্ষণ করুন এবং এর থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন:

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (ঋণ আদায়ে) সক্ষমতা থাকার পরও টাল বাহানা করা অত্যাচার।[২] সক্ষমদের ঋণ আদায়ে টাল বাহানা করা, তার সম্মান এবং তা শাস্তিকে হালাল করে দেয়।[৩] অর্থাৎ তাকে মন্দ বলা, তাকে অপমান ও ভর্ৎসনা করা জায়িয হয়ে যায়।[৪]

মদীনার তাজেদার, নবীদের সর্দার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শহীদের (অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা** পথে প্রাণ দিয়েছে) সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে শুধু ঋণ ছাড়া।[৫]

---

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬৪৫-৬৪৭। ২. বুখারী, কিতাবুল ইসতিকরায..., ২/১০৯, হাদীস নং- ২৪০০।
৩. বুখারী, কিতাবুল ইসতিকরায..., ২/১০৯, হাদীস নং- ২৪০০। ৪. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৫/৬৯।
৫. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, ১০৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮৬।

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাইদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, **নবীয়ে মুকাররম, শাহান শাহে বনী আদম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে নামায পড়ানোর জন্য জানাযা আনা হলো, তখন **হুযুর সায়্যিদী আলম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: এই মৃত ব্যক্তির কোন ঋণ তো নেই? আরয করা হলো: জি হ্যাঁ! ঋণ আছে। **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: সে কি কোন সম্পদ রেখে গেছে, যা দিয়ে তার ঋণ শোধ করা যাবে? আরয করা হলো: না। তখন **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমরা এর জানাযার নামায পড়ে নাও (আমি পড়বো না)।" হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী کَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیْم তা দেখে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি এর ঋণ শোধ করার দায়িত্ব নিলাম। **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অগ্রসর হলেন এবং জানাযার নামায পড়ালেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে আলী (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ)! **আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তোমার ক্ষমা হোক, যেমনটি তুমি তোমার এই মুসলমান ভাইয়ের ঋণের দায়িত্ব নিয়ে তার জান ছাড়িয়ে নিয়েছো। কোন মুসলমান এমন নেই, যে তার মুসলমান ভাইয়ের পক্ষ থেকে তার ঋণ আদায় করবে, আর **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাকে মুক্তি দিবেন না।"(১)

আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ থেকে ঋণ আদায়ে অলসতা এবং মিথ্যা টাল-বাহানাকারী ব্যক্তি যায়িদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: যায়িদ ফাসিক ও গুনাহগার, কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী, অত্যাচারী, মিথ্যুক, আযাবের অধিকারী। এর চেয়ে বেশি আর কি উপাধী নিজের জন্য চায় সে? যদি এই অবস্থায় মরে যায় এবং

---

১. সুনানুল কুবরা, কিতাবুজ জামান, ৬/১২১, হাদীস নং- ১১৩৯৮।

মানুষের নিকট ঋণ রয়ে যায়, তার নেকী তাকে (ঋণদাতাকে) চাহিদার ভিত্তিতে দিয়ে দেয়া হবে এবং কিভাবে দেয়া হবে তাও শুনে নিন, প্রায় তিন পয়সা ঋণের বিনিময়ে সাতশত জামাআত সহকারে নামায (দিতে হবে)। যখন তার (ঋণ আত্মসাৎকারী) নিকট নেকী থাকবে না, তার (ঋণদাতার) গুনাহ এর (ঋণ গ্রহীতা) মাথায় রেখে দেয়া হবে এবং আগুনে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বান্দার হকের ব্যাপার খুবই কঠিন। যদি আপনি কারো থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন এবং আদায়ের জন্য টাকা না থাকে কিন্তু ঘরের আসবাব, ফার্নিচার ইত্যাদি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা যায়, তবে তাও করতে হবে। ঋণ শোধ করার সম্ভাব্য পরিস্থিতি থাকার পরও যদি ঋণদাতা থেকে সময় না নিয়ে আপনি ঋণ শোধ করাতে যতদিন দেরী করবেন, গুনাহগার হতে থাকবেন। আপনি জাগ্রত অবস্থায় থাকুন বা ঘুমিয়ে থাকুন, সর্বাবস্থায় আপনার গুনাহের মিটার চলতে থাকবে। اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ। যখন ঋণ আদায়ে দেরী করার এই শাস্তি তবে যারা সম্পূর্ণ ঋণই আত্মসাৎ করে নেয় তাদের কি অবস্থা হবে?

মত দাবা করযা কিসি কা নাবাকার
রোয়ে গা দোযখ মে ওয়ারনা যার যার

ভাল নিয়্যতে ঋণ নেয়া

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি ঋণ নিলো এবং তার নিয়্যতও ছিলো আদায় করার কিন্তু তারপরও আদায় করতে পারলো না তবে এর ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: যদি কোন ব্যক্তি আদায় করে দেয়ার নিয়্যতে ঋণ নিলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার ভাল নিয়্যতের বিনিময়ে তার জন্য উপায় সৃষ্টি করে দিবেন, যার মাধ্যমে তার ঋণ আদায় হয়ে যাবে। **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম**

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৫/৬৯।

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ (ঋণ হিসেবে) নিলো এবং সে তা আদায় করার নিয়্যত করলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেন এবং যে আত্মসাৎ করার জন্য নেয়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আদায় করার তৌফিক দেয় না।[১]

এই হাদীসে পাকের আলোকে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা প্রণেতা মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এটি ভাল নিয়্যতের বরকত এবং মন্দ নিয়্যতের ভয়াবহতার বর্ণনা যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সহিত আদায় করতে চাইবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সাহায্য করবেন, যাতে সে আখিরাতে অপদস্ত হওয়া থেকে বেঁচে যায় এবং যার নিয়্যতে অনিশ্চয়তা রয়েছে, তাকে সেই তৌফিক থেকে বঞ্চিত রাখা হয় আর সে ঋণ আদায় না করার শাস্তিতে গ্রেফতার হয়ে যায়।[২]

ভাল নিয়্যতে ঋণ গ্রহীতার ঋণ আদায়ের জন্য ফিরিশতা দোয়া করে থাকে, যেমনটি হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি ঋণ নেয় এবং এই নিয়্যত করে যে, আমি ভালভাবে আদায় করে দিবো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর কয়েকজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন, যারা তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং তা রজন্য দোয়া করতে থাকে যে, তার ঋণ যেনো আদায় হয়ে যায় এবং যদি ঋণ গ্রহীতা ঋণ আদায় করার ক্ষমতা রাখে তবে এবার ঋণদাতার ইচ্ছা ছাড়া এক মুহুর্তও দেরী করলে তবে গুনাহগার হবে আর অত্যাচারী বলে ঘোষিত হবে। হোক সে রোযা অবস্থায় বা ঘুমন্ত অবস্থায়, তার হিসেবে বরাবব গুনাহ লিখা হতে থাকবে এবং সর্বাবস্থায় তার উপর **আল্লাহ তায়ালার** অভিশাপ পরতে থাকবে। এটি এমন একটি গুনাহ, যা ঘুমন্ত অবস্থায়ও তার সাথে থাকে এবং আদায় করার সামর্থ্যের জন্য এটা

১. বুখারী, কিতাবু ফিল ইস্তিকরায..., ২/১০৫, হাদীস নং- ২৩৮৭। ২. নুযহাতুল কারী, ৩/৬৩৫।

শর্ত নয় যে, নগদ অর্থ থাকা বরং যদি কোন জিনিষ (যেমন; ঘরের পাত্র, ফার্নিচার, ফ্রিজ ইত্যাদি) বিক্রি করে আদায় করা যায় তবে এরূপ করতেই হবে।[১]

ঋন গ্রহীতাকে সময় দেয়ার ফযীলত

প্রশ্ন: ঋণ গ্রহীতাকে সময় দেয়ারও কি কোন ফযীলত রয়েছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ। ঋণ গ্রহীতাকে সময় দেয়া এবং দাবী করাতে নম্রতা অবলম্বন করতে কোরআন ও হাদীসে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ৩য় পারায় সূরা বাকারার ২৮০ নং আয়াতে **আল্লাহ রাব্বুল আলামিন** ইরশাদ করেন:

وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸۰﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্থ হয়, তবে তাকে অবকাশ দাও সচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত এবং ঋণ তার উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া তোমাদের জন্য আরো কল্যাণকর, যদি জানো।

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "ঋণ গ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত কিংবা গরীব হয়, তবে তাকে অবকাশ দেয়া কিংবা ঋণের অংশ-বিশেষ অথবা পুরোপুরি ক্ষমা করে দেয়া সাওয়াব অর্জনের উপায়। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিয়েছে কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দিয়েছে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আপন রহমতের ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।"

১. কিমিয়ায়ে সাআদাত, বাবু চাহারম, ১/৩৩৬।

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তির এই বিষয়টি পছন্দ হয় যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে কিয়ামতের দিন দুঃখ থেকে রক্ষা করবেন, তবে তার উচিৎ যে, অভাবগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দেয়া বা ঋণের বোঝা তার উপর থেকে নামিয়ে নেয়া (অর্থাৎ ক্ষমা করে দেয়া)।[১]

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن শুধু নিজের ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ আদায়ে অবকাশ দিতেন না, দাবী করাতেও নম্রতা অবলম্বন করতেন, বরং অনেক সময় ঋণ ক্ষমাও করে দিতেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা শাফিক বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি একদিন হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে কোন একটি পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম আর তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কোন একজন রোগীকে দেখতে যাচ্ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه দূর থেকে একজন ব্যক্তিকে আসতে দেখলেন কিন্তু সে দ্রুত নিজেকে হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে লুকিয়ে পথ পরিবর্তন করে নিলো। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাকে নাম ধরে ডাকলেন এবং বললেন: তুমি যে পথে রয়েছো সেই পথ ধরেই চলে আসো, অন্য পথ ধরো না। সে দেখলো যে ইমাম সাহেব তাকে চিনে ফেলেছে এবং ডেকেছে তখন খুবই লজ্জিত হলো আর সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি রাস্তা কেনো পরিবর্তন করেছো? সে বললো: আপনার নিকট আমি দশ হাজার দিরহামের ঋণগ্রস্থ এবং তা অনেকদিন হয়ে গেছে কিন্তু আমি আপনার ঋণ শোধ করতে পারিনি, তাই আপনাকে দেখে আমার খুবই লজ্জা অনুভব হলো (অর্থাৎ আমি লজ্জার কারণে আপনাকে মুখ দেখাতে চাইনি)। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাকে বললেন: سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! তোমার অবস্থা এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে

---

১. মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাতা, ৮৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৬৩।

যে, তুমি আমাকে দেখে আমার থেকে (ঋণ দাবী করার ভয় এবং লজ্জার কারণে) নিজেকে লুকিয়ে নিলে, যাও! আমি তোমাকে আমার সকল ঋণ ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি স্বয়ং এর স্বাক্ষী, ভবিষ্যতে আমার থেকে মুখ লুকাবে না এবং আমার পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার মনে প্রবেশ করেছে তা থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করে আমার সাথে সাক্ষাত করো। হযরত সায়্যিদুনা শফীক বিন ইব্রাহিম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: (তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর এই সুন্দর আচরণ দেখে) আমি জেনে গেলাম যে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ আসলেই যাহেদ (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি উদাসিন)।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, আমাদের ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ তাঁর থেকে ঋণ গ্রহীতার লজ্জিত হওয়ার কারণে লুকিয়ে রাস্তা পরিবর্তন করে নেয়াকেও পছন্দ করলেন না এবং অত্যন্ত সদাচরণ ও উদারতা প্রদর্শন করে তার সকল ঋণ ক্ষমা করে দিলেন। আহ! আমাদেরও যদি এই প্রেরণা নসীব হয়ে যেতো যে, আমরাও আমাদের ঋণ গ্রহীতাদের সাথে দাবী করাতে নম্রতা অবলম্বন করতেন এবং সম্ভব হলে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে ঋণ ক্ষমা করে প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জনকারী হয়ে যেতাম। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ঋণ মুক্ত হওয়ার অযীফা

প্রশ্ন: ঋণ মুক্ত হওয়ার কোন অযীফা বলে দিন।

উত্তর: ঋণ মুক্ত হওয়ার তিনটি অযীফা উপস্থাপন করছি:

(১) اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِكَ مِنَ الۡھَمِّ وَالۡحُزۡنِ، وَاَعُوۡذُبِكَ مِنَ الۡعَجۡزِ وَالۡكَسَلِ، وَاَعُوۡذُبِكَ مِنَ الۡجُبۡنِ وَالۡبُخۡلِ، وَاَعُوۡذُبِكَ مِنۡ غَلَبَةِ الدَّیۡنِ وَقَھۡرِ الرِّجَال[২]

১. মানাকিবে ইমামে আযম আবী হানিফা, ১ম অংশ, ১/২৬০।

২. আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাবু ফিল ইস্তিয়াযাতি, ২/১৩৩, হাদীস নং- ১৫৫৫।

এই অযীফাটি যে ব্যক্তি একবার পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে দুঃখ কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়, তবে ঋণ মুক্তির জন্য এই অযীফাটি উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সকাল ও সন্ধ্যা এগারো বার করে (পূর্বে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ) পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অদৃশ্য থেকে তার ঋণ আদায়ের উপায় হয়ে যাবে।[১]

(২) একজন মুকাতিব[২] আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মওলায়ে কায়েনাত, মওলা মুশকিল কোশা, আলিউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমি মুক্তিপণ আদায়ে অপারগ, আমাকে সাহায্য করুন। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ বললেন: আমি কি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখাবো না, যা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে শিখিয়েছেন, যদি তোমার উপর জাবালে সীর (একটি পাহাড়ের নাম) সমপরিমাণ ঋণ হয় তবে **আল্লাহ তায়ালা** তোমার পক্ষ থেকে আদায় করবেন, তুমি এভাবে বলো: اَللّٰهُمَّ اكۡفِنِىۡ بِحَلَالِكَ عَنۡ حَرَامِكَ وَاَغۡنِنِىۡ بِفَضۡلِكَ عَمَّنۡ سِوَاكَ[৩] আপনারাও উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর এগারো বার করে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা ১০০ বার (পূর্বে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ সহকারে) এই বাক্য পাঠ করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঋণ শোধ হয়ে যাবে।

(৩) হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ বিন জাবাল رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ বলেন: আমি একবার জুমার নামাযে অংশগ্রহন করতে পারিনি, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণ জানতে চাইলেন, তখন আমি আরয করলাম যে, আমার

---

১. আমল শুরু করার পূর্বে হুযুর গউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর ইসালে সাওয়াবের জন্য কমপক্ষে ১১ টাকার নিয়ায এবং কাজ হয়ে গেলে ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর ইসালে সাওয়াবের জন্য কমপক্ষে পচিঁশ টাকার নিয়ায বন্টন করুন। উল্লেখিত টাকার দ্বীনি কিতাবও বন্টন করা যেতে পারে। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

২. মুকাতিব ঐ গোলামকে বলে, যে তার মুনিব থেকে সম্পদ আদায়ের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করেছে। (আল মুখতাচারুল কুদুরী, কিতাবুল মুকাতিব, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

৩. তিরমিযী, আহাদীসে শশী, অধ্যায় (তা:১২১), ৫/৩২৯, হাদীস নং-৩৫৭৪।

ইউহান্না বিন বারইয়া ইহুদীর কিছু ঋণ পরিশোধ করা বাকী ছিলো, সে আমার দরজায় তার লাগিয়ে বসে ছিলো যে, আমি বের হলেই সে আমাকে আটক করবে এবং আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়াতে বাধাঁ প্রদান করবে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে মু'য়াজ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ)! তুমি পছন্দ করো যে, **আল্লাহ তায়ালা** তোমার ঋণ শোধ করে দিক?" আমি আরয করলাম: জি হ্যাঁ! তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: প্রতিদিন এটি পাঠ করতে থাকো:

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ٘ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِیَدِكَ الْخَیْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۶﴾ تُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ٘ وَ تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ٘ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾ رَحْمٰنَ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِیْمَهُمَا تُعْطِیْ مِنْهُمَا مَنْ تَشَآءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَآءُ اِقْضِ عَنِّیْ دَیْنِیْ

(অর্থাৎ এরূপ আরয করো, 'হে **আল্লাহ, বিশ্ব-সম্রাজ্যের মালিক! তুমি** যাকে চাও সম্রাজ্য দান করো এবং যার থেকে চাও সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নাও আর যাকে চাও সম্মান দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্চনা দাও। সমস্ত কল্যাণ **তোমারই** হাতে। নিঃসন্দেহে **তুমি** সব কিছুই করতে পারো। **তুমি** দিনের অংশ রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করো এবং রাতের অংশ দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করো আর মৃত থেকে জীবিত বের করো এবং জীবিত থেকে মৃত বের করো আর যাকে চাও অগণিত দান করো। **হে দুনিয়া ও আখিরাতে খুবই দয়া ও রহমত দানকারী!** দুনিয়া ও আখিরাতে **তুমি** যাকে চাও তা থেকে দান করো এবং যাকে চাও তা থেকে আটকে দাও, আমার থেকে আমার ঋণ মুক্ত করে দাও।) যদি তোমার উপর জমিনের সমপরিমাণ স্বর্ণও ঋণ হয় তবে **আল্লাহ তায়ালা** আদায় করিয়ে দিবেন।[১]

১. তাফসীরে কুরতুবী, ৩য় পারা, সূরা আলে ইমরান, ২৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৪২, ৪র্থ অংশ।

এয়ার ফ্রেশনারের (Air Freshner) ক্ষতি

প্রশ্ন: এয়ার ফ্রেশনারের (Air Freshner) মাধ্যমে সুগন্ধি স্প্রে (Spray) করা ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করছে, এতে কোন ক্ষতি তো নেই?

উত্তর: এয়ার ফ্রেশনারের (Air Freshner) ব্যবহার প্রসার লাভ করছে, সাধারনত স্প্রে (Spray) এমন রুমে করা হয় যা বন্ধ থাকে। এতে সাময়িকভাবে সুগন্ধি তো এসে যায়, রুম সুগন্ধ হয়ে যায় কিন্তু পরে নাক তা সয়ে যায় এবং সুগন্ধ হওয়ার পরও রুমে বিদ্যমান মানুষের তার অনুভব হয়না। যখন রুমে এয়ার ফ্রেশনারের স্প্রে (Spray) করা হয় তখন এর রাসায়নিক পদার্থ বাতাসে ছড়িয়ে পরে এবং নিশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছে গিয়ে ক্ষতি সাধন করে। একটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহারের দ্বারা চর্মরোগ (Skin Cancer) হতে পারে, সুতরাং এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে (Spray) করবেন না, কেননা কয়েক মিনিটের সুগন্ধের উদ্দেশ্যে এত বড় বিপদ ডেকে আনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

রুমকে সুগন্ধ রাখার উপায়

প্রশ্ন: রুমকে সুগন্ধ রাখার জন্য কি করা উচিৎ?

উত্তর: রুমকে সুগন্ধ রাখার জন্য লুবান[১] এর ধোঁয়া দিন, লুবান যেমনিভাবে পরিবেশকে সুগন্ধময় করে, তেমনি জিবাণূকেও নিঃশেষ করে। বর্তমানে কীট মারার জন্য যে ঔষধ (Flying Insect Killer) স্প্রে (Spray) করা হয়, তার পরিবর্তে লুবান ব্যবহার করুন, কেননা এর ধোঁয়া যদি নিশ্বাসে চলেও যায় তবে ক্ষতির পরিবর্তে উপকারই হয় এবং গলার ফোলা দূর করে, তবে শর্ত হলো যে, খাঁটি লুবান হতে হবে। যদি খাঁটি লুবানের সাথে এর

---

১. লুবান একটি বিশেষ গাছের কান্ড থেকে বের হওয়া ধুপ জাতীয় আঠা। সম্ভবত এটি পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়না, সুতরাং এখানে সাধারণত নকল লুবানই বিক্রি হয় এবং যদি খাঁটি লুবান পাওয়াও যায় তবে এর দাম অনেক বেশি হবে, তবে ভারতে লুবান গাছ পাওয়া যায়।
(ফয়যানে মদানী মুযাকারা বিভাগ)

শুকনো ডাল ও পাতা মিলিয়ে ধোঁয়া দেয়া যায় তবে শুধু রুম সুবাশিত হবে না বরং এর ধোঁয়া মশা, মাছি, তেলাপোকা, টিকটিকি এবং অন্যান্য কীট-পতঙ্গকে তাড়িয়ে দেয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার আশেপাশের এবং বাড়ির পরিবেশকে পরিস্কার পরিছন্ন ও সুগন্ধময় রাখূন, কেননা এতে যেমন জীবাণূ নিঃশেষ হয়, তেমনি ঘরে বরকতও হয়, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল আব্বাস বাউনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: সুগন্ধ জ্বালানোতে ঘরে বরকত হয়।

মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব

প্রশ্ন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব কিভাবে অর্জন করা যাবে?

উত্তর: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব অর্জনের জন্য নিজের বড়দের আনুগত্য করা খবুই জরুরী। যদি আপনি আপনার যেলী, হালকা, এলাকা বা ডিভিশন মুশাওয়ারাতের নিগরান মোটকথা আপনি যারই অধীনস্ত তার সমালোচনা করতে থাকলে তবে এর ভয়াবহতায় আপনি মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাবেন, সুতরাং নিজ যিম্মাদারদের সম্পর্কে সু-ধারণা রেখে শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে তাদের আনুগত্য করুন, اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে স্থায়ীত্ব আপনার সৌভাগ্য হবে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্বের একটি অনন্য মাধ্য হলো মাদানী কাজও করা। যে ইসলামী ভাই মাদানী কাজ করতে থাকে, তখন তার পরিচয় সকলের সাথে হতে থাকে, এবার যদি সে কোন দিন না আসে তখন লোকেরা তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, "আজ অমুক ইসলামী ভাই আসেনি" এবং যখন সেই ইসলামী ভাই পরদিন আসে তখন লোকেরা তার অবস্থা জানতে চাইবে, আর এভাবে একটি ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং মাদানী কাজে মন লেগে যাবে। মনে রাখবেন! যার মাদানী কাজে স্থায়ীত্ব নসীব হয়ে গেছে اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ তার মাদানী পরিবেশেও স্থায়ীত্ব নসীব হয়ে গেছে।

মাদানী কাজ এবং মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্বের আরো একটি মাধ্যম হলো যিম্মাদারী গ্রহন করা। যখনই কোন যোগ্য ইসলামী ভাইকে কোন যিম্মাদারী দেয়া হয় তখন সে নিজের যিম্মাদারীকে সুন্দরভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করে থাকে এবং সে নিজের উদ্দেশ্যে তখনই সফল হয়, যখন সে নিজেই মাদানী কাজ করে, যদি সে নিজে মাদানী কাজ না করে তবে সঠিকভাবে অপর ইসলামী ভাইকে এর প্রতি উৎসাহিতও করতে পারবে না, কেননা উৎসাহ প্রদানকারীকে আপাদমস্তক উদাহরনীয় হতে হয়। যাই হোক, যিম্মদারী গ্রহন করাতে অলসতা দূর হয়ে যায় এবং কর্ম চাঞ্চল্য ফিরে আসে এবং যিম্মাদারের এই মানসিকতা তৈরী হয় যে, যদি আমি না যাই তবে মসজিদে দরস হবে না বা প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় ইসলামী ভাইয়েরা আসবে না অথবা মাদানী দাওরা হবে না কিংবা নতুন ইসলামী ভাইয়েরা ভেঙ্গে পরবে বা পুরোনো ইসলামী ভাইয়েরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তখন এই ভয়ে সে মাদানী কাজে প্রাণবন্ত থাকে, এভাবে যিম্মাদারের জন্য মাদানী কাজ এবং মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্বের উপায় হতে থাকে।

এছাড়াও **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা**র নিকট দোয়াও করতে থাকা উচিৎ যে, হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত মারকাযের অনুগত ও বাধ্য বানিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব এবং মাদানী কাজ করার তৌফি দার করো আর মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর শেষ পরিনতি নসীব করো। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসলামী ভাইদের মাদানী পরিবেশের নৈকট্যশীল করার পদ্ধতি

প্রশ্ন: যে সকল ইসলামী ভাইয়েরা রাগ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে, তাদের কিভাবে সক্রিয় করা যায়?

উত্তর: যে সকল ইসলামী ভাই রাগ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে তাদের নম্রতা এবং কৌশলে মাদানী পরিবেশের বরকত সম্পর্কে বলে আবারো মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা উচিৎ। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মারকাযি মজলিশে শূরার ১৯টি মাদানী ফুল সম্বলিত লিফলেট ছাপনো হয়েছে, যা প্রত্যেক মাদানী মাশওয়ারায় তিলাওয়াত ও নাতের পর পাট করে শুনানো হয়। এতেও রয়েছে যে, **"এরূপ ইসলামী ভাইদের খোঁজ করুন যারা পূর্বে আসতো কিন্তু এখন আর আসে না, সপ্তাহে কমপক্ষে একজন বিরক্ত হওয়া ইসলামী ভাইকে আবারো মাদানী পরিবেশের সাথে অবশ্যই সম্পৃক্ত করান"** (এখানে ঐ সকলরা উদ্দেশ্য নয়, যাদের উপর সাংগঠনিক নিষেধাজ্ঞা লেগেছে) যখন আপনি এরূপ ইসলামী ভাইদের নিকট যাবেন তখন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কিছু না কিছু পরিবর্তণ অবশ্যই আসবে। কোরআন মজীদের রয়েছে:

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং বুঝান! যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

এভাবেই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাদানী পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হওয়া ইসলামী ভাইয়েরা আবারো মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে।

◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	লেখক	প্রকাশনা
১	কোরআনে মজীদ	আল্লাহ তায়ালার বাণী	*******
২	কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিঃ
৩	খাযায়িনুল ইরফান	মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিঃ
৪	তাফসীরে কুরতুবী	আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী (ওফাত ৬৭১ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
৫	সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (ওফাত ২৫৬ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
৬	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরি নিশাপুরী (ওফাত ২৬১ হিঃ)	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
৭	তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী (ওফাত ২৭৯ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
৮	সুনানে আবী দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআশ (ওফাত ২৭৫ হিঃ)	দারু ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী, ১৪২১ হিঃ
৯	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ আল কাযুভিনি ইবনে মাজাহ (ওফাত ২৭৩ হিঃ)	দারুল মারেফ, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
১০	সুনানুল কুবরা	ইমাম আহমদ বিন শুয়াইব নাসায়ী (ওফাত ৩০৩ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১১ হিঃ
১১	আল মু'জাতুল আওসাত	হাফিয সুলায়মান বিন আহমদ তাবারানী (ওফাত ৩৬০ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
১২	কানযুল উম্মাল	ইমাম আলী মুত্তাকী বিন হিসামুদ্দীন হিন্দী (ওফাত ৯৭৫ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
১৩	মিরাতুল মানাজিহ	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (ওফাত ১৩৯১ হিঃ)	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
১৪	নুজহাতুল কারী	আল্লামা মুফতী শরীফুল হক আমজাদী (ওফাত ১৪২০১ হিঃ)	ফরিদ বুক স্টল, লাহোর
১৫	কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	ইনশিরাতে গঞ্জিনা, তেহরান
১৬	দুররে মুখতার	মুহাম্মদ বিন আলী প্রকাশ আলাউদ্দীন হাসকফী (ওফাত ১০৭৭ হিঃ)	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
১৭	ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া	আল্লামা হামাম মাওলানা শায়খ নিজাম (ওফাত ১১৪১ হিঃ) ও ভারতের ওলামাবৃন্দ	দারূল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩ হিঃ

১৮	**মুখতাচারুল কুদুরী**	আল্লমা আবুল হোসাইন আহমদ বিন মুহাম্মদ কুদুরী (ওফাত ৪৪৮ হিঃ)	মাকতাবায়ে রযবীয়া, রাওয়ালপিন্ডি
১৯	**গময উয়ুনুল বাসাইর**	শায়খ সৈয়্যদ আহমদ বিন মুহাম্মদ হামভী (ওফাত ১০৯৮ হিঃ)	বাবুল মদীনা, করাচী, ১৪১৮ হিঃ
২০	**গুনিয়াতুল মুতমালি**	আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহিম বিন হালবী (ওফাত ৯৫২ হিঃ)	সাহিল একাডেমি, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
২১	**খোলাসাতুল ফতোয়া**	আল্লামা তাহির বিন আব্দুর রশীদ বুখারী (ওফাত ৫৪২ হিঃ)	কোয়েটা, পাকিস্তান
২২	**ফতোয়ায়ে রযবীয়া**	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিযা, লাহোর
২৩	**বাহারে শরীয়ত**	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী (ওফাত ১৩৭৬ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
২৪	**আহকামে শরীয়ত**	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
২৫	**মানাকিবে ইমাম আযম**	আল মাওফিক বিন আহমদ আল মক্কী (ওফাত ৫৬৮ হিঃ)	কোয়েটা, পাকিস্তান
২৬	**হায়াতে আলা হযরত**	মালিকুল ওলামা মুহাম্মদ জাফরুদ্দীন বাহারী, (ওফাত ১৩৮২ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ※ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ※ প্রতিদিন "ফিক্রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

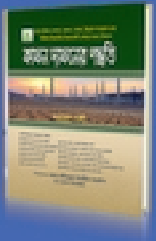

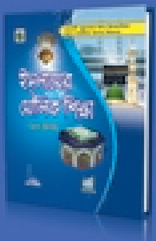

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৫৪০৩৫৮৯, ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৮৩৪০৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net